দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 5 AUG 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

028

পটুয়াখালীর প্রাথমিক শিক্ষায় অচলাবস্থা ॥ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস

পটুয়াখালী, ৪ঠা আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— পটুয়াখালী জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। জেলার প্রাথমিক শিক্ষার সকল দিকই নানা সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় জেলার ৬টি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট, শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, খেলাধুলার সরঞ্জামের অভাব, বই-খাতা-কলম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের দুর্মূল্য এবং সর্বপরি অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা।

পটুয়াখালী জেলার ৬টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৭৫১টি। এর মধ্যে ১৮০টি রয়েছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারী-বেসরকারী এসব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সোয়া দু'লাখ।

এখানে শিক্ষক সংকট রয়েছে, ৭৬টি শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এ শূন্য পদে ১৮ জন প্রধান শিক্ষকের পদও রয়েছে। মোট শূন্যপদ রয়েছে পটুয়াখালী সদর উপজেলায় ৫ জন; বাউফলে ১৮ জন, দশমিনায় ৯ জন, গলাচিপা উপজেলায় ৩০টি এবং কলাপাড়ায় ৭টি। কোন কোন স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছে।

জেলার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে ও চাঁদায় মূলতঃ গড়ে উঠেছে। এগুলোর অধিকাংশের অবস্থাই করুণ। বেশকিছু বিদ্যালয় ভবন বিভিন্ন সময়ে বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়ার পর অর্থাভাবে উঠানো সম্ভব হয়নি। কোন কোন এলাকায় স্কুল ঘরও নেই। যা আছে তাও জরাজীর্ণ। এ ছাড়া বেশীর ভাগ বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি গ্রাম্য রাজনীতির শিকারে নিপতিত। ফলে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচর্যার অভাবে দিন দিন বিলুপ্ত হতে চলেছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। সরকারী অনুদান না থাকায় বাউফল, গলাচিপা, দশমিনা, খেপুপাড়া ও মির্জাগঞ্জের কমপক্ষে ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ পাকা অথবা আধা-পাকা। দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের অভাবে বেশীরভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অবস্থাও নাজুক। অনেক ভবনে ফাটল ধরেছে। খসে পড়ছে ছাদের প্লাস্টার। বর্ষাকালে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে সমস্তকিছু ভিজিয়ে দেয়। এ ছাড়াও বেশকিছু বিদ্যালয়ের ছাদ যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়ার আশংকার মধ্যে দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের ক্লাস করতে হয়। এমন কতগুলো স্কুল রয়েছে যেগুলোর চালা নেই। নেই টেবিল-চেয়ার। ফলে, ছাত্র-ছাত্রীদের মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বা ইট পেতে বসতে হয়, শক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়াতে হয় দাঁড়িয়ে। গ্রামাঞ্চলে গাছতলায় বসেও ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করে। আর শিক্ষকরা মেঘ দেখলেই ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দেন।

প্রতিটি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থাকলেও তদারকির দায়িত্ব কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। কর্মকর্তারা দূরাঞ্চলের স্কুলগুলো পরিদর্শনে না যেয়ে অফিসে বসেই পরিদর্শন রিপোর্ট তৈরী করে রাখেন। অপরদিকে উপজেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ খুব নগণ্য হওয়াই স্কুলগুলোর করুণ দশার মূল কারণ। উপজেলা পরিষদকে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়ার পর নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়।

এ জেলায় বিশ্ব ব্যাংক (আইডিএ) প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। ইতিপূর্বে প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয় ভবনগুলোর নির্মাণকাজে ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় নেয়া হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই নতুন ভবনগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়া পুরনো ভবনগুলো সংস্কারের নামে দরজা-জানালার রং লাগানো ছাড়া আর কিছুই করা হচ্ছে না।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও শরীর চর্চার কোন ব্যবস্থা নেই। নেই খেলা-ধুলার সরঞ্জাম। রয়েছে পানীয় জলের তীব্র সংকট। যেসব বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে তা অধিকাংশই বিকল হয়ে আছে। শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পায়খানা নেই। ফলে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের ব্যাপারেও নানা অভিযোগ রয়েছে। ফলে শিক্ষকদেরকে আনুষঙ্গিক খরচ উঠানোর নামে প্রতিসেট বইয়ের জন্য